দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে

সরকার উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল হইতে দেশের ৪১টি কলেজে স্নাতকোত্তর কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রের অব্যাহত চাপ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ করিয়া দিলেই কর্তৃপক্ষের দায় শেষ হইয়া যায় না। প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ক্ষমতা অর্জন করে সেজন্য পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, আধুনিক পাঠাগার ও অত্যাবশ্যক শিক্ষা উপকরণসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, দীর্ঘ ১ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও এই ব্যবস্থাগুলি না হওয়ার ফলে স্নাতকোত্তর কোর্স চালুকৃত উক্ত কলেজগুলি বাড়তি চাপের সম্মুখীন হইয়াছে। উদাহরণ হিসাবে চট্টগ্রাম কলেজের কথা উল্লেখ করা যায়। স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হওয়ার ফলে এ কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের উপর যে বাড়তি চাপ সৃষ্টি হইয়াছে উহা প্রশমনের জন্য কলেজে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। কলেজের লাইব্রেরীয়ানের শূন্য পদসহ বিভাগীয় সেমিনার ও বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় নাই। অধিকন্তু অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কলেজে কোন নূতন ভবন বা কক্ষও নির্মাণ করা হয় নাই। এইরূপ সমস্যায় দেশের অধিকাংশ নামী কলেজই আক্রান্ত। ফলে কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হইলেও উক্ত কোর্স পরিচালনার পরিবেশ অনুপস্থিত রহিয়াছে এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা যথাযথ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এমতাবস্থায় স্নাতকোত্তর কোর্স চালুকৃত কলেজগুলির উক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—এস,এম, সাখাওয়াত হোসেন
৪১, কলেজ রোড, চট্টগ্রাম।